ন্যাশনাল সার্ভিস ঃ মাধ্যমিক এবং তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুব / যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নীতিমালা।

১. পটভূমি ঃ

১.১. ২০০৫-০৬ সালের Labour Force Survey অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বৎসর ও তদুর্ধ্ব বয়সের ৪৯.৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা রয়েছে যার মধ্যে বেকারের সংখ্যা ২.১ মিলিয়ন (৪.৩%)। ১৫-২৯ বয়স গ্রুপের কর্মক্ষম যুবক/যুবতীর সংখ্যা প্রায় ১৭.৮ মিলিয়ন। মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৪০.৬ শতাংশের বয়স ১৫-২৯ বৎসরের মধ্যে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমপর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত জনসংখ্যার মধ্যে বেকারত্বের হার ২০০৫-০৬ সালে ৯.৯৮% ছিল যা সংখ্যায় প্রায় ১,৮৬,০০০ জন। সম্ভাবনাময় এ জনগোষ্ঠীকে যথাযথ সহযোগীতা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে কর্মশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব ।

১.২. বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে নিম্নরূপ পরিকল্পনা বিধৃত রয়েছে " উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ নতুন প্রজন্মের যুব সমাজকে দুই বৎসরের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস- এ নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে"।

এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন (On a voluntary basis) ভিত্তিতে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/ যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এই কর্মসূচীর আওতায় প্রবেশের যোগ্যতা হিসেবে সকল অংশগ্রহণকারীকে ৩ (তিন) মাস মেয়াদী সুনির্দিষ্ট সিলেবাসে মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সফলভাবে তা সমাপ্ত করতে হবে।

ন্যাশনাল সার্ভিসে নিযুক্তির মেয়াদ কাল সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর হবে। ২ (দুই) বছর পূর্তির পূর্বে কেউ অন্যত্র চাকুরিতে যোগদানের সুযোগ পেলে কর্মসূচী হতে অব্যহতি নিতে পারবে।

সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে এ কর্মসূচির অর্থায়ন করা হবে।

৩. বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন কাজ এ মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

৪. লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঃ

মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষাগত সম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক / যুবমহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

যৌক্তিকতা ঃ

যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ, জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার আধার যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান, কর্মোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন।

অঃ পৃঃ দ্র/২

৫. বাস্তবায়ন কৌশলঃ

(৫.১) পাইলটিং কর্মসূচি ঃ

প্রাথমিকভাবে পাইলটিং কর্মসূচি আকারে ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ এ দুই অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও -গাপালগঞ্জ জেলার মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী বেকার যুব/ যুবমহিলার জন্য ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

পাইলটিং কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য সকল জেলায় আগ্রহী বেকার যুব / যুবমহিলাকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে ২ বছর মেয়াদী অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

(৫.২) সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ঃ

জাতীয় ও আঞ্চলিক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে ন্যাশনাল সার্ভিসে আগ্রহী যুব ও যুবমহিলাদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহবান করার মাধ্যমে প্রকৃত আগ্রহী সুবিধাভোগী সংখ্যা নির্ধারন করা হবে। এছাড়াও সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা নির্ধারনসহ এ কর্মসূচীতে সংযুক্তিতে আগ্রহীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারন করা হবে।

(৫.৩) পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকা ঃ

১. কুড়িগ্রাম জেলা ঃ জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর, চিলমারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রাজারহাট, উলিপুর ও রৌমারী উপজেলা।

২. বরগুনা জেলা ঃ জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ আমতলী, বামনা, বরগুনা সদর, বেতাগী এবং পাথরঘাটা উপজেলা।

৩.-গাপালগজ জেলা ঃ জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর, উপজেলা।

(৫.৪) সুবিধাভোগীদের সেবার ক্ষেত্রসমূহ ঃ

ক) প্রশিক্ষিত মেধাবী যুবক ও যুবমহিলাদেরকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

খ) যে সকল স্কুলে কম্পিউটার কোর্স চালু আছে সে সকল স্কুলে প্রশিক্ষিত যুবদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

গ) উপজেলাসমূহের গ্রামে গঞ্জে জননিরাপত্তা, জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রাফিক আইন এবং মৌলিক আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য কম্যুনিটি পুলিশ হিসেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংযুক্তি দেয়া হবে।

ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমনঃ হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদি স্থানে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারীদের সহায়তা প্রদানের কাজে সংযুক্ত করা হবে।

ঙ) কৃষিঋন প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা প্রদানের কাজে এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার ঋন প্রাপ্তিতে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা পদানের কাজে নিয়োজিত করা হবে।

চ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানে ভেজাল প্রতিরোধে নজরদারি কর্মকান্ডে সহায়তার কাজে সম্পৃক্ত করা হবে।

ছ) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের কাজে সহায়তা করার জন্য নিয়োজিত করা হবে।

জ) কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদেরকে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের মধ্যে আদান প্রদানের কাজে, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর কাজে এবং সার, বীজ, ডিজেল সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতার কাজে নিয়োজিত/ সংযুক্ত করা হবে।

ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টি তথ্য প্রচার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও পুনর্বাসনে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা সেবা প্রদান।

ঞ) বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কর্মকান্ড উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সহায়তা প্রদান।

ট) পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নার্সারীতে চারা উত্তোলের জন্য বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন, চারা রোপন, বাগান সৃজন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান।

ঠ) বয়স্কভাতা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা প্রদান।

ড) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক যে সব অবকাঠামে নির্মান করা হয় সেগুলোর তদারকি এবং রক্ষণা--বক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করা হবে।

অঃ পৃঃ দ্র/৩

যে সকল দপ্তর/ সংস্থা এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যুবদেরকে সংযুক্তি/ পদস্থাপন করা হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত যুবরা কাজ করবেন। এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে কর্মরত যুবদের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক তার আওতাধীন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে এ কর্মসূচির সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রতিমাসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকদের নিকট মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

উলেস্নখ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব ও যুবমহিলাদের যে সকল দপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি/ পদস্থাপন করা হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী যুব/ যুবমহিলাদেরকে সংযুক্তি দেয়া হবে।

(৫.৫) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ঃ

নির্বাচিত সুবিধাভোগী যুব/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে দৈনিক ১০০/-টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রশিক্ষণোত্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুই বছর মেয়াদে সংযুক্তি প্রদান করা হবে। সংযুক্তি প্রাপ্তির পর তাদেরকে কাজ করার জন্য দৈনিক ২০০/- টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে এবং প্রতি মাসে ৩০ দিন পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। নিয়োজিত যুব/ যুবমহিলারা নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কাজে অনুপস্থিত থাকলে অনুপস্থিতির কর্মদিবসের পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবেন না। নিয়োজিত যুব/যুবমহিলাগন একাউন্ট পে-চেকের মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহন করবেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আয়ন-বায়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫.৬) সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

- জাতীয় ও আঞ্চলিক বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিসে আগ্রহী যুব ও যুবমহিলাদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহবান করা হবে।
- প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে উপজেলা সমন্বয় কমিটি আগ্রহী সুবিধাভোগী নির্বাচন করবে।
- স্থানীয় যুব উন্নয়ন অফিস এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
- এছাড়াও সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা নির্ধারণসহ এ কর্মসূচীতে আগ্রহীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারন করা হবে।

(৫.৭) সুবিধাভোগী সংযুক্তি প্রক্রিয়া ঃ

উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের ২ বছরের জন্য অস্থায়ী সংযুক্তি প্রদান করবে।

সফল প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যুবকরা তাদের নিজ উপজেলা/ পার্শ্ববর্তী উপজেলায় নির্দিষ্ট কাজের/সেবার ক্ষেত্রে পদায়িত হবে।

তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকবে।

(৫.৮) অস্থায়ী সংযুক্তি শেষে একজন যুব/যুবমহিলার প্রাপ্যতা ঃ

কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/যুবমহিলাদেরকে অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করবে।

ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/যুবমহিলা কর্মকাল সমাপনান্তে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ থাকা সাপেক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবে।
তবে এই নিয়োগ সরকারী চাকুরী পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করবে না।

(৫.৯) মৌলিক প্রশিক্ষণ ঃ

বাছাইকৃত উপকারভোগীদের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে। বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের নিম্নোক্ত ১০ টি মডিউলের মাধ্যমে ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(৫.১০) ১০ টি প্রশিক্ষণ মডিউল ঃ

১। জাতি গঠনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল। ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবামূলক প্রশিক্ষণ মডিউল। ৩। মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল। ৪। আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল।	১-৪ নং মডিউল দেড় মাস মেয়াদে সকলের জন্য
৫। সরকারের বিভিন্ন সেবাখাত সম্পর্কে ধারণা মডিউল। ৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। ৭। শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। ৮। কৃষি বন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল। ৯। জননিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মডিউল। ১০। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত মডিউল।	৫ - ১০ নং মডিউল সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগহীদের দেড় মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে

উপরোক্ত মডিউলের মধ্যে প্রথম ৪টি মডিউল দেড় মাস মেয়াদে সকলের জন্য, ৫ - ১০ নং মডিউল সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগ্রহীদের দেড় মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (টিটিডিসি)/উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন -এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ একজন পরামর্শকের সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অতিথি বক্তা ও মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে । অতিথি বক্তা/মাস্টার ট্রেনারদের প্রতিটি সেসনের জন্য ৫০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। পরামর্শকগণও নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ সেসন পরিচালনা করবেন। একই সাথে একাধিক ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(৫.১১) মাস্টার ট্রেনার টিমের গঠন বিন্যাস ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় ১টি করে মাস্টার ট্রেনার টিম গঠন করা হবে। মাস্টার ট্রেনারদের জন্য ৫দিন মেয়াদী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স এর ব্যবস্থা করা হবে। যে সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাস্টার ট্রেনার টিম গঠন করা হবে তা নিম্নরূপ-

০১। জেলা/ উপজেলা প্রশাসন
০২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৩। শিক্ষা অধিদপ্তর
০৪। পশু সম্পদ অধিদপ্তর
০৫। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
০৬। মৎস্য অধিদপ্তর
০৭। পুলিশ বিভাগ
০৮। স্বাস্থ্য / পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
০৯। জনস্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
১০। সমাজসেবা অধিদপ্তর
১১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১২। বিআরডিবি
১৩। সমবায় অধিদপ্তর
১৪। জেলা ক্রীড়া অফিস
১৫। জেলা ত্রান ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা
১৬। উপজেলা রেঞ্জ অফিসার (বন বিভাগ)
১৭। সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি

উপজেলা সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাষ্টার ট্রেনার অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষক টীম গঠন করবেন।

অঃ পৃঃ দ্র/৫

(৫.১২) কর্মসূচি সমন্বয় কমিটি ঃ

কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত তিনস্তর বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। যথা ঃ

১. কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি।
২. জেলা সমন্বয় কমিটি।
৩. উপজেলা সমন্বয় কমিটি।

০১. কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ

কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

০১.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২.	প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
০৩.	” মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	”
০৪.	” সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	”
০৫.	” অর্থ বিভাগ	”
০৬.	” স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	”
০৭.	” শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
০৮.	” প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	”
০৯.	” কৃষি মন্ত্রণালয়	”
১০.	” মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	”
১১.	” স্থানীয় সরকার বিভাগ	”
১২.	” পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	”
১৩.	” তথ্য মন্ত্রণালয়	”
১৪..	” পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	”
১৫.	” খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	”
১৬.	” স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”
১৭.	” মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	”
১৮.	” সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	”
১৯.	” শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	”
২০.	” বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	”
২১.	যুগ্ম সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	”
২২.	কর্মসূচির দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিচালক, যুউঅ	”
২৩.	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

ক) এই কমিটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধরণী কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতি ০৩ মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

খ) এ কমিটি জেলা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সফল বাস্তবায়নে সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় অধীনস্থ দপ্তর /অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

অঃ পৃঃ দ্র/৬

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সময় সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি পরিদর্শন পূর্বক পরামর্শ প্রদান করবেন।

ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২. জেলা সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ

০১।	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
০২।	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
০৩।	সিভিল সার্জন	-	সদস্য
০৪।	উপ- পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
০৫।	জেলা পশুসম্পদ, কর্মকর্তা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	-	সদস্য
০৬।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
০৭।	উপ-পরিচালক , পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	-	সদস্য
০৮।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
০৯।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা অধিদপ্তর	-	সদস্য
১০।	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	সদস্য
১১।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	-	সদস্য
১২।	উপ-পরিচালক , বিআরডিবি	-	সদস্য
১৩।	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর	-	সদস্য
১৪।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও)	-	সদস্য
১৫।	জেলা ত্রান ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৬।	জেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৭।	জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৮।	উপ-পরিচালক , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	-	সদস্য-সচিব

<u>কমিটির কর্ম পরিধি ঃ</u>

ক) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশিস্নষ্ট জেলার কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশিস্নষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

খ) কমিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবে এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পষ্টতা নিরসন কিংবা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে জেলা কমিটি তা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

ঘ) জেলা সমন্বয় কমিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০৩. উপজেলা সমন্বয় কমিটির গঠন বিন্যাস ঃ

উপজেলা সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২(দুই) জন ভাইস চেয়ারম্যান উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন।

০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
০২। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৪। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-	সদস্য

অঃ পৃঃ দ্র/৭

০৫। উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৬। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৮। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
০৯। উপজেলা রেঞ্জ অফিসার, বন বিভগ	-	সদস্য
১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)	-	সদস্য
১১। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
১২। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৩। উপজেলা পলল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৪। উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
১৬। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	-	সদস্য
১৭। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব।

কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

ক) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

খ) উপজেলা সমন্বয় কমিটি উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে মূল দায়িত্ব পালন করবেন এবং নিয়মিত কার্যক্রম মনিটর ও পরিদর্শন করবে এবং প্রয়োজনে পরিদর্শন প্রতিবেদন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে, প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করবে।

গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে কিংবা কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির
পরামর্শ গ্রহণ করবে।

ঘ) উপজেলা সমন্বয় কমিটি সুবিধাভোগী নির্বাচন করবে।

ঙ) এ কমিটি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কোন কর্মক্ষেত্রে কতজন সুবিধাভোগী প্রয়োজন তা নির্ধারন করবে।

চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(১৩) পরামর্শক নিয়োগ ঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনা, সমন্বয় এবং তদারকীর জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় একজন করে পরামর্শকের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ পরামর্শক জেলা এবং উপজেলায় স্থানীয় পরিষদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মডিউল প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা/ উপজেলা কার্যালয়কে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করবেন। প্রতিটি জেলায় একজন করে পরামর্শক ০২ বছর মেয়াদে নিয়োগ দেয়া হবে।

(১৪) কর্মসূচি মনিটরিং পদ্ধতি ঃ

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা সমন্বয় কমিটি এ কর্মসূচির সুষ্ঠু মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির অগ্রগতি মনিটর করা হবে। প্রয়োজন বোধে কোন স্বীকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করানো যাবে।

অঃ পৃঃ দ্র/৮

(১৫) রিপোর্টিং পদ্ধতি ঃ

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ উপজেলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির এবং নিয়োজিত যুব এবং যুবমহিলাদের কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। উপ-পরিচালক সকল উপজেলা থেকে প্রাপ্ত মূল্যায়ণ প্রতিবেদন একীভূত করে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকগন জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।